উন্নত বিশ্বের কাজ ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়

মোঃ আবদুল কাদের ও নাজীমউদ্দিন মোস্তান

সরকারগুলিই এদেশকে ভিক্ষুক করে রেখেছে

হঠাৎ, একযোগে, বিশ্বের সেরা সেরা পত্রিকা ও সাময়িকীতে বিস্ফোরণের মত একই রিপোর্ট বেরিয়েছে, উন্নত বিশ্ব ও মহানগরগুলো থেকে বিপুল কাজ টেলি-আদানপ্রদান ব্যবস্থায় ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়, দূরদূরান্তরে। 'টেলিকর্ম' 'টেলিকর্মী' শব্দবাচ্য আত্মপ্রকাশ করেছে, নূতনযুগের কর্মদান ও কর্মসম্পাদন, কর্মপ্রেরণের এই ব্যবস্থাকে বর্ণনার জন্য। ফরচুন ম্যাগাজিন শিরোনাম দিয়েছে ঃ আপনার নতুন কর্মীবাহিনী ভুবনময়— Your New Global Workforce তার প্রারম্ভ কথা হচ্ছে ঃ কাজ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, দেশ থেকে দেশান্তরে। বিশ্বের নানাস্থানে দক্ষ কর্মী ও শ্রমিকের বিপুল তরতাজা সরবরাহকে কাজে লাগাতে উঠে পড়ে লেগেছে কোম্পানিগুলো। ভারতেই কেবল, বছরে ৩২ হাজার স্নাতক ডিগ্রীধারী প্রোগ্রামার তৈরি হচ্ছে। তবু— প্রশ্ন, উন্নত বিশ্বের সব কাজ সম্পাদনের মত অফুরান নতুন কর্মী আসলেই কি পাওয়া যাবে ?

ফরবিস পত্রিকা শিরোনাম দিয়েছে ঃ বিকল্প কর্মক্ষেত্র—Virtual Workplace. তাতে বলা হয়েছে মহানগরে বাড়ীঘর অফিস বেচে দিন। পল্লীপ্রান্তর ও শহরতলীর মনোরম পরিবেশে টেলিকম কোম্পানিতে বিনিয়োগ করুন। লোটাস নোট শিখে নিন। কেন? ডেমোক্রেট ক্লিনটন হোয়াইট হাউসে ঢুকেছেন, সেজন্য নয়। আসল কারণ হলো, ইলেকট্রনিক্স বিশ্বকে বদলে দিচ্ছে, অন্য যে কারু চাইতে দ্রুত গতিতে।

কর্মচারীদের শহরে এনে জড়ো করার কোন দরকার নেই। বরং কর্মীরা যেখানে থাকে সেখানে শহর নিয়ে যান। দশক কাল আগেও ফ্যাক্স মেশিন ছিল দুর্লভ। আজ ৩২০ ডলার দিলে একটি পেয়ে যাবেন। ১৯৫০-এ দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে টেলিফোন করতে স্থানীয় কলের ১৫ গুণ খরচ হতো। এখন যে কোন প্রান্তকে পাবেন, প্রতি মিনিটে তার খরচ ১ সেন্টও নয়।

ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস উইক পত্রিকা ৯৩-র জানুয়ারীর ১৮ তারিখের সংখ্যায় টাটা কনসালট্যান্সীতে বসে মেধাবী মানুষদের দূরদেশ থেকে পাওয়া টেলিযোগাযোগ ও কমপিউটারের মেধার কাজ সম্পন্ন করার এক ছবি ছেপে বলেছে, ভারতের সফটওয়্যার রপ্তানী ১৯৯২ সনে ৬৭% বেড়ে ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ ডলারে পৌঁছেছে। নাস্কমের পূর্বাভাষে বলা হয়েছে। সফটওয়্যার রপ্তানী ১৯৯৫-র মধ্যে ৩৫ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। এ রপ্তানীর অঙ্ক আমাদের পাট রপ্তানী আয়ের চাইতে কম নয়। ভারতে কমপিউটার ও সফটওয়্যার পেশাজীবীর সংখ্যা দুই দশমিক পাঁচ লক্ষ। ভারতে প্রতিবৎসর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে ২০ হাজার, ট্রেড স্কুল থেকে ১২ হাজার কমপিউটার ট্রেড স্কুল স্নাতক ভারতের টেলিকর্মীর সম্ভাব্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

বিশ্বের ১৯০০০ কোটি ডলারের সফটওয়্যার বাজার এবং আমেরিকার ১২৮০ কোটি ডলারের ডাটা এন্ট্রি বাজারে এ দেশের প্রবেশ করার তাগিদ দিয়ে আসছে, **মাসিক কমপিউটার জগৎ** দীর্ঘ দেড় বছর যাবৎ। প্রশ্ন হলো বাংলাদেশ এখনো এ রাজ্যে অনুপস্থিত কেন?

বিশ্বের পত্র পত্রিকায় টেলিকর্ম ও দেশে বসে বিদেশের কাজ করার এ সম্ভাবনা বিরাট করে তুলে ধরার দেড় বৎসর আগে **কমপিউটার জগৎ** বিশ্বব্যাপী কাজ ছড়িয়ে পড়ছে— একথা জোরের সাথে জানিয়েছিল দেশবাসীকে। দেশের **২৫ জন বিজ্ঞানী তখন কমপিউটার জগৎ-এর বক্তব্যকে** সমর্থন করে **এক বিরল যৌথ বিবৃতিতে সরকারকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে আহবান জানান।** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের শিক্ষকগণ আর কখনোই একযোগে এমন বিবৃতি দেননি। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙেনি।

দেশে বসে বিদেশের ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার, পেশাগত পরিসেবার কাজ করে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য কমপিউটার জগৎ ঝড় তুলেছিল। তাতে শিক্ষিত তরুণ, পেশাজীবী এবং এমনকি দূর গাঁয়ের সাধারণ চিন্তাশীল বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছিল প্রচুর আগ্রহ। কর্মব্যাপদেশে, জীবিকা ও কর্মের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে আসা মানুষের সংখ্যা বাংলাদেশে লাখ লাখ। অজপাড়াগাঁয়েও তারা উন্নত ও অগ্রসর পৃথিবী দেখে আসার খবর পৌঁচেছেন। কিন্তু বিদেশী সাহায্য গ্রহণ এবং উন্নয়ন ব্যয়ের এধারে ওধারে হাত বুলিয়ে আঙ্গুল চাটার হীন অভ্যাসে আমাদের নীতিনির্ধারক ও নীতি বাস্তবায়নকারী মহলের এমনি অধঃপতন ঘটেছে যে, তারা একবারও আগ্রহভরে এ সম্ভাবনা যাচাই করে, নতুন যুগের কর্মদ্বারে পা দেবার গরজ অনুভব করেননি। পরিবর্তন, শব্দ উচ্চারণ করে অগ্রসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঝড় তুলেছেন ক্লিনটন। কিন্তু আমাদের দেশে পরিবর্তনটা কেবল গদীর। মজ্জাগত নিষ্ক্রীয়তা, উদাসীনতা, অতীতের জাবর কাটা এবং নিরুদ্বেগে কোন্দল ও সন্ত্রাসে ক্ষমতার নিশিভোর করার মধ্যে সরকারগুলোর আয়ুষ্কাল শেষ হচ্ছে। রাস্তার খালি গা শিশুরা যখন কমপিউটারে হাত দেয় প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাসে, তখন, আমাদের সচিবালয়ে কমপিউটার ঘোমটা দিয়ে পড়ে থাকে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছে হাত পাততে কেমন লাগে? একথা সংসদে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিরোধীদলীয় সদস্য। জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, খারাপ লাগে। নিজের জন্য হলে এমন গ্লানিকর অবস্থায় পা দিতাম না। করি, দেশের জন্য।' এ উক্তির বেদনাটা সত্যি, কিন্তু বক্তব্য নয়। দেশের জন্য নয়, অথর্ব প্রশাসন, অগদ্দল অতীতকে পালনপোষণের পশ্চাদমুখী শাসক গোষ্ঠীকে লালনের জন্যই বিদেশী সাহায্য আনা হয়।

কিন্তু ভুললে চলবেনা, আমাদের সংজ্ঞাত্ম ভাবের ও মান্ধাতার অনুভবের রাজনীতিক ও আমলাদের জন্য জগত এবং বিশ্বব্যাঙ্ক বসে নেই। বিশ্বব্যাঙ্ক গত বৎসর ১৫০টি মার্কিন ও ইউরোপীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার প্রস্তুতকারীদের উপর জরীপ চালিয়ে দেখেছে যে, ভারতের সফটওয়্যার উৎপাদনের মান পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ৮টি দেশের মধ্যে সর্বোধ্বে। আয়ারল্যাণ্ড, ইসরাইল, মেক্সিকো, সিঙ্গাপুরের চাইতেও ভারতীয় কাজ ভাল। দুঃখ, বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের কাজের মান যাচাই করে একটি সুপারিশপত্র দেবার জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়নি। পার্থক্যটা এখানে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিশ্বের সবচাইতে বেশী ইংরাজী ভাষী জনসংখ্যা আছে ভারতে। এখানে প্রতিজন দক্ষ প্রোগ্রামারের বার্ষিক বেতন ৩ হাজার ডলার। যুক্তরাষ্ট্রে প্রোগ্রাম তৈরীর খরচের তুলনায় ৪০/৫০ ভাগ কম দরে ভারতে প্রোগ্রাম তৈরীর সম্ভাবনা তুলে ধরে বিশ্ব ব্যাঙ্ক অবতীর্ণ হয়েছে নতুন সম্পদ ও নতুন রপ্তানীর রাজ্যে। মেধা ও জ্ঞানকে সম্পদভিত্তি হিসাবে ধরে। কর্মস্থানান্তর ও সম্পাদনকে কর্ম হিসাবে সনাক্ত করেছে বিশ্বব্যাঙ্ক। সাহায্য গ্রহীতা দেশ ভারতের অগ্রগতির প্রশংসা তুলে ধরেছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক। ভারতের এখাতের আয় অচিরেই ছাড়িয়ে যাবে বাংলাদেশের সমুদয় পাট রপ্তানী আয়ের স্তর। ৫/১০ লাখ অর্ধভুক্ত গার্মেন্টস কর্মীর সারা বৎসরের আয় উপার্জন এক সামাজিক পরিবর্তন আনছে। কিন্তু মেক্সিকোর দিকে গার্মেন্টস চাহিদা স্থানান্তরিত হলে বাংলাদেশের গার্মেন্টসের ৫২ শতাংশ বাজার সংকুচিত হয়ে পড়বে। এমন শূণ্যতা পূরণ এবং দক্ষতর শ্রম ও মেধা দিয়ে বিপুল উদ্বৃত্ত অর্থ উপার্জনের পথ হচ্ছে টেলিকর্ম, ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার তৈরী ও রপ্তানী। বাংলাদেশ এদিক দিয়ে সম্ভাবনাময় এখনও। কিন্তু রাজনীতি, প্রশাসন, সরকারের এ ব্যাপারে কোন গরজ নেই। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যখন হতাশা, সন্ত্রাসে সমাজকে তাঙচুর করছে, শিক্ষিত মানুষেরা নেমে যাচ্ছে সাধারণ কর্মজীবীদের কাজে ভাগ বসাতে, তখন তাদের উপযুক্ত টেলিকর্ম আসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে না সরকার। ভারত তার রাজনৈতিক সামাজিক সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কটে যখন পাশ্চাত্য ও মধ্যপ্রাচ্যে সমালোচনার সম্মুখীন, তখন বিকল্পমেধার ক্ষেত্র হিসাবে বাংলাদেশের সম্ভাবনা তুলে ধরার কূটনীতিটুকুও করতে পারেননি অতিযোগ্য মন্ত্রীসভা। কারণ, ভিক্ষা করে দেশ চালানো আর উদয়াস্ত পরিশ্রমে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের উপর বসে আয়েশে হাই তোলাকেই আমাদের সরকার বা আমলারা তাদের কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছে।

বাঙ্গালোর আজ কেড়ে নিচ্ছে আমেরিকান তরুণদের কাজ। মার্কিন কোম্পানি, ইউরোপীয় ও জাপানি প্রতিষ্ঠান ওয়ালথাম, ম্যাসাচুসেটস, হস্টন, আরিজোনার বদলে তাদের নতুন কর্মকেন্দ্র স্থাপন করছে ভারতের বাঙ্গালোরে। সেখানে 3M বানাচ্ছে টেপ, তৈরী করছে রসায়ন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ। কারখানা সরে যাচেছ মেক্সিকোর গুয়াদালাজারায়। হিউলেট প্যাকার্ড সেখানে সংযোজন করছে কমপিউটার এবং ডিজাইন করছে কমপিউটার মেমোরী বোর্ডের। বাংলোদেশের গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত তরুণও যখন গণশিক্ষক নামের অদ্ভুত প্রোগ্রাম তৈরী করতে পারছে, তখন ঢাকায় দু'চারটি প্রোগ্রাম হাউস গড়ে দিয়ে বিদেশীদের দেখিয়ে কাজের দাবী তোলার পদক্ষেপ পর্যন্ত সরকার নিতে পারেনি।

বিশ্বাস করুণ, ফরচুন পত্রিকা বলেছে, **পাশ্চাত্যে স্থানীয়ভাবে কাজ বলতে থাকবে, চুলকাটা দাড়ি চাঁছার মত পরিসেবা। বাকী সবকিছু পাড়ি দেবে বিদেশে।** কাজ আছে, কর্মী বেজায় দামী— সুতরাং, কাজ পাড়ি দিচ্ছে সস্তা শ্রমের দেশে। কিন্তু বাংলাদেশ সস্তা শ্রমের দেশ হলেও এদিকে কাজ আসছে না। এ ব্যর্থতা কার?

তথ্যপ্রযুক্তির বিশাল প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের গবেষণা ও উদ্ভাবনের কাজ বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার জন্য টেলিকম দ্বারা ব্যাপক করে তুলছে। এর ফলে কোম্পানিগুলো সুবিধা পাচ্ছে দু'রকমের। প্রথমতঃ দেশের বাইরে বিদ্যমান সুলভ মেধা ভাণ্ডারকে তারা কাজে লাগাতে

পারেন খুব সস্তায়। যে দেশকে তারা কাজ দেন, সেদেশে বাজার সম্প্রসারণ রাজনৈতিক দিক দিয়ে সহজ হয়।

ক'দিন আগে সিঙ্গাপুরে এশীয় যোগাযোগ সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয়ে গেল। নিউজার্সীর বিল গর্জন এসোসিয়েটস তাদের গবেষণাধর্মী নিবন্ধে দূরবর্তী টেলিকর্মক্ষেত্র হিসাবে এশিয়ার সম্ভাবনার উপর জোর দিয়েছে। নিউইয়র্কের প্রাইস ওয়াটার হাউসের ডেভিড পিটারসনও এব্যাপারে একমত। সস্তায় প্রচুর মেধাসম্পন্ন কর্মী রয়েছে তা কেবল দূরান্তরে সাগরের ওপারে। সস্তাই কেবল নয়, কাজ দিয়ে এ কর্মশক্তির বিকাশ ঘটানো যায় নিজেদের চাহিদার মাত্রা অবধি।

বাংলাদেশের মত অনগ্রসর, বেকারত্ব পীড়িত দেশের সম্ভাবনার কথা বলেছেন বিশেষজ্ঞরা এ ভাষায়ঃ অর্থনৈতিক ভাবে কম অগ্রসর এশিয়ার দেশগুলোর জন্য দূরদেশের টেলিকর্ম হস্তগত করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সুযোগ রয়েছে অনেক। টেলিকর্মের মাধ্যমে এক একটি দেশ কর্মদাতা দেশের সান্নিধ্য লাভ করে নানাভাবে, এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা বুঝতে পারলে আরও মঙ্গল। এমনকি, থাইল্যাণ্ড ও মালয়েশিয়ার মত দেশে, যেখানে বড় নগর ভীড় ভারাক্রান্ত— তাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও টেলিকর্ম পদ্ধতি কম লাভের নয়। ১৩ হাজার দ্বীপ অধ্যুষিত, ব্যাপকভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠা ইন্দোনেশিয়ার জন্য কর্ম বণ্টনের এক অপার সুযোগ আনবে এই টেলিকর্ম পদ্ধতি। কিন্তু সবচাইতে উর্বর স্বাগতিক দেশ হতে পারছে ভারত।

এখন বছরে ৩২ হাজার স্নাতক সফটওয়্যারে দক্ষতা নিয়ে তৈরী হচ্ছে দেশটিতে। সিঙ্গাপুরও মেধা বুদ্ধিতে অগ্রসর দ্বীপ হিসাবে এ টেলিকর্মের বর পেতে পারে।

যেসব এশীয় দেশ বেশ বিলম্বে টেলিকর্ম ধারায় অংশগ্রহণ করছে তারা অনেক সুবিধা পাবে। এ ধরনের কাজে অন্যান্য দেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এরা লাভবান হতে পারে। পিসি, ফ্যাক্সের মত ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের দাম একদিকে কমছে, অন্যদিকে উন্নত দেশে বেড়ে যাচ্ছে, মজুরী ও কর্মস্থলের ভাড়া। কম মজুরীর দেশ আজ ব্যাপক ভাবে ডাটা এন্ট্রির কাজে যেভাবে প্রবেশ করেছে টেলিকর্মে আরও বিস্তর কাজ হস্তগত করার ক্ষেত্রে তেমনি সম্ভাবনা রয়েছে এসব দেশের জন্য।

অন্ততঃ একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠানের নামও যদি উচ্চারণ করতে হয়, মেক্সিকোর কথা ধরুন। তারা তাদের ডাটা এন্ট্রির ৩০ ভাগ কাজ করাচ্ছে দূর দেশে, উন্নয়নশীল বিশ্বে।

আমেরিকায় ৬২টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উপর জরীপ চালিয়ে দেখা গেছে, ৪২% প্রতিষ্ঠান বিদেশে কাজ পাঠায়নি। ১৪% প্রতিষ্ঠান বিদেশে তৈরী প্রোগ্রাম ব্যবহার করছে। ২৩% প্রতিষ্ঠান বিদেশে তৈরী প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে আগ্রহী। মাত্র ২১ ভাগ কোম্পানি শুধু মার্কিন প্রোগ্রাম ব্যবহার করছে। তাহলে ৮৭ ভাগ কাজ বিদেশে করার একটা সুযোগ ও সম্ভাবনার অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিরাট। হাজার হাজার কোটি টাকার কাজ হচ্ছে বিদেশে। বিদেশে যত কাজ করায় উন্নত দেশ তার সিংহভাগ করায় ভারতে। তারপর আয়ারল্যাণ্ড, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য দেশের নাম আসে।

ঢাকায় সদ্য সমাপ্ত তিন দিনব্যাপী এসকাপ শিল্পায়ন সেমিনারের মর্মকথাও তাই। **মরা ও প্রাণশক্তিহীন শিল্পের গোড়ায় মাথাকুটে লাভ নেই। উদীয়মান শিল্প এনে বসাও, নব্য শিল্পায়িত অর্থনীতি— তাইওয়ান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুরকে অনুসরণ করো।** কিন্তু আমাদের সরকারগুলি বোঝে চেম্বারের সাথে দহরম ও ফ্যাসাদের শিল্পায়ন। প্রশাসনকে শিল্পায়নের উপযোগী করেনি এরা।

দেশে দেশে আছে আমাদের শিক্ষিত বেকারদের জন্য বিপুল কাজ। এ কাজ এদেশে আসতে প্রস্তুত। কিন্তু সরকারের অটল মনোভঙ্গি, প্রশাসনের উদাসীনতায় কাজ নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আগ্রহী উদ্যোক্তরা অসহায়।

কম্যুনিকেশন ইন্টারন্যাশনাল জুলাই, ১৯৯২ সংখ্যায় চমৎকারভাবে বলেছে, টেলিযোগাযোগের এক প্রান্তে কর্মী অন্যপ্রান্তে কর্তাকে বসিয়ে কর্মদান, কর্মসম্পাদন, কর্ম আদায়ের নতুন ব্যবস্থাটি সদর কার্যালয়কে কর্মচারীদের ভীড় থেকে মুক্তি দিয়েছে। এখন কর্মীরা অন্য কোন অফিসে, শহরতলীতে, এমনকি দূর গাঁয়ে কিংবা নিজ বাড়ীতে বসে নিজের সময় সুযোগমত প্রদত্ত কাজ করে দিতে পারে, তাতে বাড়তি সুবিধা এই, কর্মী তার বাসায় শিশুদের দেখাশুনার সাথে দিব্যি নিরুদ্বেগে সম্পন্ন করে যাচ্ছে অফিসের কাজ। আর মালিকের সুবিধা আরও বেশী। তার অফিসের জায়গা লাগে কম। কর্মী বাছাই করতে গিয়ে হাতের কাছে পাওয়া লোক না নিলেও চলে। দক্ষ কর্মীকে কাজে লাগানো যায় কর্মীর সুবিধা অনুযায়ী। খরচ বাঁচিয়ে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন এক্ষেত্রে সহজ। কারণ, টেলিকর্মীরা শিক্ষিত মানুষ, স্বাধীন ও সৃজনশীল প্রকৃতির। নিজের কাজের মান নিজেরাই তত্ত্বাবধান করতে পারে।

কর্মক্ষেত্রকে ইচ্ছামত ছড়িয়ে ছিটিয়ে কর্মসংগঠন গড়ে তোলার এক অভাবনীয় যুগ সমুপস্থিত আমাদের দ্বারে। তবু বহুকালের কর্মপরিবেশ ও কর্মব্যবস্থার কৃষ্টি দূর হতে হয়ত সময় লাগবে। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯০-এর দশকে টেলিকর্মীর সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়ায়নি। সারা বৃটেন খুঁজলে এর সমুদয় সংখ্যাটা ১০ হাজার পর্যন্ত উঠতে পারে।

টেলিকর্মক্ষেত্র প্রসারের পথে বাধাগুলোর মধ্যে পাশ্চাত্য সমাজের পুরাতন কর্মপদ্ধতি একটি, অন্যটি হলো, প্রদানযোগ্য কাজকে কমপিউটারের মর্মে গেঁথে তা কর্মীর সামনে টেলিলাইনে স্থানান্তর করার প্রস্তুতির অভাব। তবে আজ ঘরে ঘরে পিসির সংখ্যা বাড়ছে। মোটর গাড়ীতে বসেছে ফটোকপিয়ার।

হাতে হাতে এখন সেলফোন। হাটুর উপর পেতে যত্রতত্র কাজ করার মত ল্যাপটপ কমপিউটার রয়েছে। ফলে, কাজ কেবল অফিসে নয়, ঘরে-বাইরে-সর্বত্র করার আবহাটা বাড়ছে। কর্মক্ষেত্র বিন্যাসের প্রযুক্তির অভাব আসলে নেই। অভাব হলো, পরিবর্তনের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনার নতুন চিন্তাধারা।

কর্ম ব্যবস্থাপনা বদলাবার সময় আসছে। কিন্তু প্রতিটি কাজের অংশ বিশেষ এখনোতো টেলিকর্মীরা করে চলেছেন আপনার আশেপাশে। আপনার কাজ যিনি করছেন, তিনি ছুটে বেড়ানোর সময় এখন ওখান থেকে টেলিফোন তুলে কথা বলছেন। ফ্যাক্স মেশিনে বিনিময় করছেন পত্র ও আজ্ঞা। টেলিকর্মীতিকে সীমিতভাবে যদি ব্যাখ্যা করতে চান, তাহলে ইতিমধ্যে তা সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে।

পুরাতন কর্মপদ্ধতির উৎপাদনক্রমেই দুর্লভ ও মহার্ঘ হচ্ছে। যেমন, অভাব দেখা দিচ্ছে দক্ষকর্মীর। বেড়ে চলেছে অফিস ভাড়া। এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাতায়াতের সময় ও অর্থব্যয় মোটেও কম নয়। এসব কারণে টেলিকর্মের চাহিদা ও অনুশীলন বাড়তে বাধ্য। বৃটেনের এফ ইন্টান্যাশনাল খরচ বাঁচাতে গিয়ে মেয়ে প্রোগ্রামারদের নিয়ে গড়ে তুলেছে কর্মীদল, তারা নিজ ঘরে বসে কোম্পানির কাজ করছে। বৃটিশ টেলিকম মাত্র কিছুদিন আগে টেলিকর্ম পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। তারা তথ্যানুসন্ধানের জবাবদাতা কর্মীদের নিজ নিজ ঘরে বসিয়ে ISDN অবকাঠামোর মাধ্যমে গ্রাহকদের জিজ্ঞাসার জবাব দানের দায়িত্ব দিয়েছে। ব্যবস্থাপকেরা কর্মীদের সামনাসামনি না দেখলে নিজেদের তত্ত্বাবধানে স্বস্তিবোধ করেন না।

এ সমস্যা দূর করতে গিয়ে বৃটিশ টেলিকম ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের মধ্যে টেলি-কনফারেন্স এর সুবিধা গড়ে দিয়েছে। **বৃটিশ টেলিকমের গবেষণায় ধরা পড়েছে, আর তিন বছরের মধ্যে (১৯৯৬) কমপক্ষে ২০ লাখ লোক ঘরে বসে অফিসের কাজ করবে।**

পাশ্চাত্য বিশ্বে আত্মকর্মসংস্থানের স্পৃহা যত বাড়ছে টেলিকর্ম পদ্ধতির তাগাদা ততই বাড়বে। মুক্তকচ্ছ লেখকদল, সাংবাদিক যারা টেলিকর্মীর মধ্যে পড়েন না, তারাও পিসি ও ফ্যাক্স এবং ইলেকট্রনিক মেইল পদ্ধতি ব্যবহার করে নিজ ঘরে বসে কাজ সম্পাদন করছেন। ল্যাপটপ কমপিউটার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভ্রাম্যমান বিক্রয় প্রতিনিধি। খদ্দেরের সামনে বসে তিনি অফিসের সাথে ল্যাপটপকে যুক্ত করে পণ্য ভাণ্ডারের সর্বশেষ অবস্থা যাচাই করে সদ্য জোটানো গ্রাহকের ফরমায়েশ তা থেকে বিয়োগ করে দিচ্ছেন। ফ্রী ল্যান্স, ভ্রাম্যমান বিক্রয় প্রতিনিধি ছাড়াও আরেক জীবনের টেলিকর্মের উদ্ভব ঘটেছে। এর নাম টেলি-কুটির। নানাস্থানে কর্মীরা স্থানীয়

টাটা কনসালটেন্সীর ভারতীয় প্রোগ্রামাররা ভারতে বসে বিদেশের কাজ করছেন

অফিস, নিয়ে বসে আছেন। সদর অফিস আসলে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তথ্য লাভ ও তথ্য প্রদানের জন্য সজ্জিত।

এরপর আরেক ধরনের টেলিকর্ম পদ্ধতির মধ্যে আছে স্যাটেলাইট অফিস। সদর অফিসের সাথে কার্যকর অহোরাত্র যোগাযোগের মধ্যে দূরবর্তী এলাকায় কয়েকজন কর্মী শাখা অফিস চালাচ্ছেন।

ইউরোপে একেক দেশে টেলিকর্ম বণ্টন একেক ধরনের রূপ নিচ্ছে। বৃটেনে মূল্যবান কর্মচারী ধরে রাখা এবং দুর্লভ দক্ষ হাতের কাজ পাবার জন্য বেসরকারী খাতে টেলিকর্ম বিস্তার লাভ করছে। প্রচলিত অফিসকর্ম ও ডাটা এন্ট্রির কাজ টেলিকর্মী দ্বারা করানো হয় সরকারী খাতে। কিন্তু সুইডেনে কর্মসংস্থানে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ডাটা প্রসেসিং বা তথ্য বিশ্লেষণের দলবদ্ধ কাজ পাঠানো হয় দূরে— টেলিকর্ম পদ্ধতিতে। পদ্ধতি যাই হোক, অফিস কাজের পরিপূরক ও সম্পূরক কর্মই টেলিকর্মে করানো হচ্ছে। সমস্ত কাজ নয়। জাপানে অফিসের কাজ ঘরে বসে করতে আনন্দ পাবে না কর্মীরা। কারণ, ধাকার ঘর খুব ছোট। বড় শহরে অফিস ভাড়াও বেজায়। এজন্য, স্যাটেলাইট বা উপ-অফিস পদ্ধতি জাপানে গড়ে উঠছে।

টেলিকর্ম পদ্ধতিতে কর্মজীবীদের ছুটোছুটি যদি কমে, তাহলে যানবাহনের ধোঁয়া নিঃসরণ, নগরের যানজট ও ভরাক্রান্ত কোলাহল থেকে মুক্তিটা পরিবেশের জন্য মঙ্গলজনক। এসব ইতিবাচক দিক তুলে ধরা হচ্ছে ইদানিং। কিন্তু অফিস স্থলের কর্মপরিবেশ সামাজিক ভাব বিনিময়ের যে সুযোগ এনে দেয়, তার মূল্য কম নয়। কাজকে আজ আর ১৯২০ এর দশকের সনাতনপন্থীদের ভঙ্গিতে সময় ধরে শরীরের প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন বলে পরিগণনা করা হয় না। কাজকে আজ বহুমুখী এক লহরী দায়িত্ব সম্পাদনের সমাহার (a series of tasks) হিসাবে দেখা হয়। তবে যোগাযোগ পদ্ধতিতে যন্ত্র সরঞ্জাম যোগানদাতারা বসে নাই। স্বগৃহে ও দূরান্তে বসে অন্যদের সাথে অফিসের মতই যোগাযোগ রক্ষার যন্ত্র সরঞ্জাম হাজির করতে যাচ্ছেন তারা।

কিন্তু অগ্রসর পৃথিবীর কর্মবণ্টনের এ আয়োজনে বাংলাদেশ অনুপস্থিত। কর্মপ্রার্থনা করে না এদেশের শাসকেরা। ভিক্ষাপাত্র হাতে দাতার দ্বারে দাঁড়ানোর অভ্যাসটা সরকারের। সরকারই এ জাতিকে ভিক্ষুক করে রেখেছে। কর্মীর হাতে পরিণত করেনি জনগণের হাতকে। *

ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে ২৫ জন অধ্যাপকের যুক্ত বিবৃতি—

গত ২২শে অক্টোবর'৯১ তারিখে জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত মাসিক কমপিউটার জগৎ আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর অভিমত 'কমপিউটারে ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে বছরে ৫০০ কোটি ডলার আয় সম্ভব' শীর্ষক খবরটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পুরোপুরি রপ্তানীমুখী শ্রমপ্রধান এ সার্ভিস শিল্পের মাধ্যমে দেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ আমাদের দ্বার প্রান্তে। এ পথে অগ্রসর হবার পর আমরা সফটওয়্যার রপ্তানীতেও সাফল্য লাভ করতে পারি। এ ছাড়া তথ্য প্রযুক্তির সুফল গ্রহণ করে দেশের আইনবিদ, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, স্থপতি এবং প্রকৌশলীরাও উন্নত দেশসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের উপদেশদানের কাজ এ দেশে বসে করতে পারেন। বিদেশের প্রকাশনা শিল্পের জন্য ডি.টি.পি. বা হরফ বিন্যাসের কাজও এখানে অন্যান্য এশীয়দের তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক দরে করা সম্ভব। এজন্যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, জনশক্তি ও মেধা আমাদের আছে। যুগোপযোগী প্রয়োজন ও সর্বাধুনিক সস্তা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে উন্নয়নের সাবলীল বিকাশের পথ অনুসরণ করার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। বিজ্ঞান ভিক্ষাবৃত্তি থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে এ বোধ নিয়ে দেশ ও জনগণের স্বার্থে এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ এবং উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন ডঃ আমিনুল ইসলাম, ডঃ এসএমএ ফায়েজ, ডঃ মফিজুল মান্নান, ডঃ রফিকুল ইসলাম শরীফ, ডঃ আলী আসগর ও ডঃ এনামুল বাশার।

[উপরোক্ত বিবৃতিটি এক বছর আগে কমপিউটার জগৎ এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়]

COMPUTER TRAINING

IBM & APPLE

WS, WP, Lotus, dBASE, BASIC, Pascal, dBase Programming, C, Fortran, Assembly Language, Prolog, DTP, Excel, Harverd Graphics, News, AUTOCAD, Clipper Programming-I and II, Think Pascal (Apple Macintosh) Programming.

DIPLOMA IN COMPUTER

Bengali &English

COMPUTER COMPOSE & DESIGN

All kinds of Magazines, Document, Thesis Paper, Yearly Reports, Projct Profile etc.

We are able to meet all your Computer needs

Call :415648

PLEASE CONTACT:

BANGLADESH COMPUTER ACADEMY

323/C, Tongi Diversion road, Moghbazar Chowrasta, Dhaka-1217